Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৮শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২০শে আষাঢ় বুধবার ১৩৬৮ ইংরাজী 5th July 1961 { ৮ম সংখ্যা।

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Servk

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

প্রস্তুতকারক:

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল বুক-বাইণ্ডিং হল

এখানে সকল প্রকার বই ও খাতা সুলভে বাঁধান হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীজি, সি, ঘোষ, রঘুনাথগঞ্জ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে আষাঢ় বুধবার সন ১৩৬৮ সাল।

সভ্যতা ও সত্যতা

—০—

অধিকাংশ লোকেই বলে থাকে—দেশ আর অসভ্য নাই ক্রমে ক্রমে সকলেই সভ্যতার আলোক পেয়ে সভ্য হ'তে চলেছে। সাবেক চলনে কাউকে চল্‌তে দেখলেই তথা কথিত সভ্যরা তা'কে অসভ্য জ্ঞানে বলে থাকে—গরুর গাড়ীর যুগে যা' হ'তো এখন তা চলবে না।

আমরাও বলি সত্যি সত্যি তা চলবে না। এখন সভ্য জগতে খুব হুঁসিয়ার হ'য়ে চলতে হবে। এখন লোকের মান সম্মানের জ্ঞান হয়েছে। মর্য্যাদা জ্ঞানও যথেষ্ট। মর্য্যাদা জ্ঞানসম্পন্ন লোকের কাছে শুধু মান মর্য্যাদা নয়, ধন প্রাণ শুদ্ধ বাঁচাতে হ'লে সাবধানে চলা দরকার। আগে একজনের অভাবের সময় তার প্রতিবেশী তা'কে টাকা ধার দিত, বিনা দলিলে, বিনা লেখাপড়ায়, বন্ধক না নিয়ে; সাক্ষী থাকতেন—ভগবান, চন্দ্র, সূর্য্য, মা বসুমতী। সে টাকা যদি দেনাদার জীবন থাকতে পরিশোধ করতে না পারতো মরণকালে দশজনের সামনে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে পাওনাদারের মোকাবিলা ক'রে দিয়ে যেতো—উত্তরাধিকারীদের বলে যেতো আমার আত্মার শান্তির জন্য এই টাকা শোধ ক'রে দিও, নইলে আত্মার মুক্তি নাই। আজ লেখাপড়া ক'রে, সাক্ষী রেখে, দলিল রেজেষ্টারী করেও দেনা ফাঁকি দিবার কত যে কৌশল সভ্য জগত শিক্ষা দিয়েছে ও দিচ্ছে তার সীমা সংখ্যা নাই। অসভ্য যুগে দেনা তামাদী হ'তো না, এখন তামাদী কর্‌তে পারলে ব্যস্। অমনী! ইন্সল্‌ভেন্‌সি নিয়ে পাওনাদারকে রম্ভা প্রদর্শন এক অকাট্য কৌশল। তারপর ১ বৎসর কি দেড় বৎসর পর ইন্‌সল্‌ভেন্ট আবার শেঠজী। অথচ সাবেক দেনা আর দিতে হবে না। কাজেই আমরা সভ্যতা দিয়ে সত্যতাকে ধ্বংস করিতে সিদ্ধহস্ত হয়েছি।

কেউ কাউকে বিশ্বাস করি না। সহোদরকে ফাঁকি দিবার অব্যর্থ আর্য্যা স্ত্রীধন করা। রাস্তায় চল্‌তে হ'লে সঙ্গী পথিককে বিশ্বাস করা আর চলে না। আফিসে আফিসে লেখা আছে "পকেটমার হ'তে সাবধান" এক ভাষায় নয় দেশের চলিত সব ভাষায় সবকে সাবধান ক'রে দেওয়া হয়েছে। রেলের গাড়ীতে ছাপার অক্ষরে লিখে দিয়েছে মালের উপর নজর রাখো, নিজের টিকিট নিজে কেনো, ঠগ, জোচ্চোর, পকেটমার তোমার নিকটেই আছে। বলুন দেখিনি—কত সভ্য যুগ এটা। এটা সভ্যতার আলোক—তার ঔজ্জ্বল্য যে কত, তা বলবার নয়। চোক বুজেছ কি সব লোপাট। সভ্যতা সত্যতাকে তফাৎ করে দিয়েছে। আদালতে সাক্ষী দিতে বা নালিশ করতে সত্যতা বা হলপ পাঠ করতে হয়—আমি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতেছি—আমি যে এজাহার করবো তার সকল অংশ সত্য হবে কোন অংশ মিথ্যা হবে না। শেষ অবধি বিচারক এই সত্যতা পাঠযুক্ত সাক্ষ্য জেরার চোটে মিথ্যা এমন কি জল জিয়ন্ত মিথ্যা দেখে হলপকারীকে মিথ্যাবাদী ঘোষণা করে রায় দিতে বাধ্য হন। প্রতিজ্ঞা বা হলপের মূল্য সভ্যতার যুগে এই ভাবে নির্দ্ধারিত হয়। তাই বলি সভ্যতার আলোকে সত্যতা ঝল্‌সিয়ে ছাই হ'য়ে গিয়েছে। সভ্যতা সত্যতাকে দেশ থেকে না তাড়িয়ে ছাড়বে না।

"সত্যমেব জয়তে" যাদের মূলমন্ত্ররূপে কাগজে কাগজে ব্যবহৃত হয়, তাদের দেশে সত্যতা না থাকিলে কত অশোভন! পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন—

অশ্বমেধ-সহস্রাচ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং।
অশ্বমেধ-সহস্রাত্তু সত্যমেবাতিরিচ্যতে॥

অর্থ—দশ শত অশ্বমেধ একদিকে দাও,
সত্যকথা-ফল অন্য দিকেতে চাপাও,
তুলাদণ্ডে করি তৌল দেখিবে নিশ্চয়,
সহস্রাশ্ব মেধ হৈতে সত্য ভারী হয়।

ভক্ত কবি তুলসীদাস চারিশত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার হিন্দী দোঁহায় লিখিয়াছেন—

সাচ কহেতো মারে লাঠ্‌ঠা—
ঝুটি জগৎ ভুলায়।
গো-রস গলি গলি ফিরে—
সুরা বৈঠল্ বিকায়।
চোরকো ছোড়ে সাধকো বান্ধে—
পথিককো লাগাবে ফাঁসী।
ধন্য কলিযুগ তেরী তামাসা—
দুখ লাগে ঔর্ হাঁসি॥

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়
ভারতরত্নের

—০—

অশীতিতম জন্মদিবস উৎসব উপলক্ষে গত শনিবার মহাজাতি সদনে এক অনুষ্ঠানে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ডাঃ রায়কে অভিনন্দন গ্রন্থ উপহার দিয়া যে সুবৃহৎ ভাষণ দিয়াছেন তাহার কিয়দংশ আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম।

রাষ্ট্রপতির ভাষণ

রাষ্ট্রপতি তাঁহার ভাষণে বলেন, জন্মদিন উপলক্ষে কোন বন্ধুকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা ও তার দীর্ঘায়ু কামনা করা সর্ব্বদাই আনন্দের। কিন্তু তিনি যদি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও বিখ্যাত প্রবীণ জননেতা হন, তবে অভিনন্দন জ্ঞাপনের আনন্দ হয় অনেক গুণে বেশী। ঠিক সেই কারণেই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অশীতিতম জন্ম দিবসে আমি আমার অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করতে আনন্দ অভিভূত বোধ করছি। আমাদের পরিচয় প্রায় গত ৪০ বছরের। রাজ-নীতির ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য ও পথ একই বলে যে কোরেই হোক হয়ত আমাদের পরিচয় ঘটত আর সেই প্রথম পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণতি লাভ করত। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে যখনই সম্ভব তখনই তাঁর সঙ্গ কামনা করার আর একটি অনিবার্য কারণ ছিল। রোগী ও সুচিকিৎসকের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্কের ভিতর দিয়ে আমাদের উভয়ের মধ্যে নূতন সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে আমি আর একটি কথা উল্লেখ করতে চাই—যে কথা আমাদের উভয়েরই প্রায় মনে হয়েছে।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় একজন বাঙ্গালী। তাঁর জীবনের প্রথম কয়েক বছর বিহারে কেটেছে। আবার আমি বিহারী। আমার প্রথম জীবন গড়ে উঠার দিনগুলি কেটেছে বাংলায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরে কলিকাতা হাইকোর্টে। তাই আমার বিশ্বাস আমরা পরস্পরকে বেশ ভাল করেই জানি।

* * * *

আজ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন ও দীর্ঘায়ু কামনা করবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ ও বাহিরের বহু সজ্জন ও অগণিত সঙ্ঘ এখানে সমবেত হয়েছেন। তাঁদের সকলের সঙ্গে আমি তাঁর দীর্ঘায়ু ব্যক্তিগত সুখ কামনা করি। আশা করি আরও বহুকাল জাতি তাঁর সেবা লাভ করবে। তিনি আজ রাত্রে ইউরোপ রওনা হয়ে যাচ্ছেন। তাঁর যাত্রা শুভ হোক।

মক্ষিকা নিবারণী সপ্তাহ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঘোষণা অনুসারে জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর স্বাস্থ্য-বিভাগ মক্ষিকা নিবারণী সপ্তাহ যথারীতি পালন করিতেছে। রাস্তা ঘাট ভালভাবে পরিষ্কার এবং ড্রেণে ব্লিচিং পাউডার ছড়ান হইতেছে। মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান মহোদয় এই বিষয়ে জনসাধারণের সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়াছেন।

নোংরা জলে রাস্তা প্লাবিত

রঘুনাথগঞ্জ কাপড়ে পটীতে শ্রীকালুরাম আগরওয়ালা মহাশয়ের দোকানের সম্মুখে ১১২নং হোল্ডিং-এ কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত খাদি গ্রামোদ্যোগ ভাণ্ডারের দ্বিতল হইতে সর্ব্বদা নোংরা জল আসিয়া পিচ রাস্তা প্লাবিত করিতেছে। ইহা পথচারীগণের ও প্রতিবেশীগণের শুচি ও স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা এই বিষয়ে প্রতিকারের জন্য মিউনিসিপ্যালিটীর সুযোগ্য চেয়ারম্যান মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বনমহোৎসব (১৯৬১)

এই বৎসর (১৯৬১) জুলাই মাসে পশ্চিম বঙ্গের সর্ব্বত্র দ্বাদশ বনমহোৎসব পালন করা হইবে। ১৯৫০ সাল হইতে ইহা আমাদের দেশে জাতীয় উৎসবরূপে পালিত হইতেছে। দেশের সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্য বনসম্পদ একান্ত প্রয়োজন কারণ ইহা হইতে আমরা জীবন-ধারণের জন্য নানাবিধ উপকরণ পাই। জমির সরসতা ও উর্ব্বরতা রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য এবং জমির ক্ষয় নিবারণের জন্য বনসম্পদ অপরিহার্য্য। জ্বালানি ও ব্যবহার্য্য কাঠের জন্য, পশু খাদ্যের জন্য এবং সর্ব্বোপরি সৌন্দর্য্যমণ্ডিত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বনসম্পদ অবশ্য প্রয়োজন।

গত ১লা জুলাই শনিবার জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক শ্রীঅমলকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয় ফৌজদারী আদালত প্রাঙ্গণে একটী বৃক্ষ রোপণ করেন। এই উৎসবে স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারিগণ ও সহরের ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

এই দিন রাত্রি ৭ ঘটিকায় রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্ক হলে মহকুমা শাসক শ্রীঅমলকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে বনমহোৎসব সম্বন্ধে এক সভার অধিবেশন হয়। সভায় নৃত্যগীত, আবৃত্তি ও বক্তৃতা হয়। 'মহারাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রিক্রিয়েশন ক্লাব' কর্তৃপক্ষ উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে চা-পানে আপ্যায়িত করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে বনসম্পদের উপকারিতা ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন।

ফুটবলের ফাইন্যাল খেলা

গত ২রা জুলাই রবিবার বৈকালে মির্জাপুর খেলার মাঠে মির্জাপুর শ্যামলী সঙ্ঘ বনাম রঘুনাথগঞ্জ টাউন ক্লাবের ফাইনাল খেলা হইয়া গিয়াছে। ৩—১ গোলে রঘুনাথগঞ্জ টাউন ক্লাব জয়লাভ করিয়াছে। খেলার শেষে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক শ্রীঅমলকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয় বিজয়ী দলকে শীল্ড প্রদান করেন।

ট্রাক উল্‌টাইয়াছে

রঘুনাথগঞ্জ ডোমপাড়া গাড়ী পারাপারের ঘাটে নৌকায় উঠিবার সময় একখানি মাল বোঝাই ট্রাক উল্‌টাইয়া গিয়াছে।

ড্রেণে মলত্যাগ

রঘুনাথগঞ্জে মিউনিসিপ্যালিটীর রাস্তার পার্শ্বের পাকা ড্রেণগুলিতে নিকটস্থ বাড়ীর ছেলেমেয়েরা মলত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা উহা নোংরা করে। অভিভাবকদের সে বিষয়ে লক্ষ্য নাই। এই প্রকার কদভ্যাসের ফলে সংক্রামক রোগ দেখা দিতে পারে। ইহার প্রতিকারের জন্য আমরা জঙ্গিপুর মহকুমা পুলিশ অফিসার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে পাবলিক ক্যারিয়ারের পারমিট প্রদান ও পুনর্নবীকরণ এবং ট্যাক্সির কনট্রাক্ট ক্যারেজ পারমিট প্রদানের জন্য আবেদনকারীদের একটি তালিকা মুর্শিদাবাদ আঞ্চলিক পরিবহণ প্রাধিকার এবং জেলার প্রত্যন্তবর্তী মহকুমা শাসকগণের নোটিশ বোর্ডে টাঙাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

লালবাগ হইয়া বহরমপুর—লালগোলা রুট এবং ভগবানগোলা হইয়া বহরমপুর—লালগোলা রুটের যাত্রীবাহী গাড়ির স্থায়ী রুট পারমিটের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তিগণের তালিকা মুর্শিদাবাদ আঞ্চলিক পরিবহণ প্রাধিকার এবং জেলার প্রত্যন্তবর্তী মহকুমা শাসকগণের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শিত হইতেছে।

উক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে কোনো নিবেদন থাকিলে তাহা নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার তিরিশ দিনের মধ্যে গৃহীত হইবে। এই আবেদনসমূহ এবং নিবেদনগুলি বিবেচিত হইবার তারিখ, সময় ও স্থান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে যথাকালে জানানো হইবে। স্বাক্ষর বি, চৌধুরী, মুর্শিদাবাদ আঞ্চলিক পরিবহণ প্রাধিকারের সচিব।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী
ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত
যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর নির্দ্ধারিত মূল্যে
আমাদের এখানে পাবেন।
এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী।
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬
টেলিগ্রাম: "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৪১৯
প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, ব্যাঙ্ক, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে
রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে

আমেরিকায় আবিষ্কৃত
ইলেকট্রিক সলিউসন
— দ্বারা —
মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১·১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।
সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ভি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত
হ্যানিম্যান হল
মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান
হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।
হোমিও পেটেণ্ট "আইওলিন" চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।
হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জঙ্গিপুর সংবাদের

ক্রোড়পত্র

২০শে আষাঢ়, ১৩৬৮ সাল
ইংরাজী ৫ই জুলাই, ১৯৬১

রবীন্দ্র পাঠচক্র

রঘুনাথগঞ্জ 'দেশবন্ধু যতীনদাস' পাঠাগারের উদ্যোগে প্রতি রবিবারে রবীন্দ্র সাহিত্য আলোচনার জন্য 'রবীন্দ্র পাঠচক্র' এর উদ্বোধন হইয়াছে। গত ২রা জুলাই রবিবার ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়ের চেম্বারে উক্ত পাঠচক্রের অধিবেশন হইয়াছিল।

মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত স্কুল ফাইন্যাল ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার 'মার্ক সীট' দুই-একদিনের মধ্যেই বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে পাঠান হইবে বলিয়া প্রকাশ। ফলাফল সম্বলিত পুস্তিকা-সমূহ এই মাসের মাঝামাঝি সময়ে প্রকাশিত হইতে পারে।

এবারে ৬২৩ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা হলে অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে অভিযুক্ত হইয়াছে। এই মাসের মাঝামাঝি তাহাদের বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভাগীরথীর জলবৃদ্ধি

কয়েক দিন হইতে ভাগীরথী নদীর জল বৃদ্ধি হইতেছে। পদ্মার জল আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। মৎস্য-পোনা ধৃতকারী ধীবরেরা পোনা ধরার উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত আছে।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১০ই জুলাই ১৯৬১

১৯৬০ সালের ডিক্রীজারী

৯৬ মনি ডিঃ জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারগণ দেং অম্বালিকা ঘোষ দাবি ৩৬৫ টাকা ৭৮ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে এনায়েতনগর ২-৬২ শতকের কাত ১১৮/০ তন্মধ্যে দেন্দারের ৯৭ শতক জমির হারাহারি খাজনা ৪।৵০ আঃ ১৫০৲ আদালত মূল্য ৩৫০৲ খং ১০১ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।